classmate
Date
Page
১০/০২/২৪

## গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থের নাম – 'আমার জীবন'
লেখক – রাসসুন্দরী দাসী
প্রকাশ – ১৮৭৬
সম্পাদক – সারদাচরণ ঘোষ
প্রাক্কথন – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ্রন্থ পরিচয় – দীনেশচন্দ্র সেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী রচয়িতা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন যে লেখিকা তিনি হলেন রাসসুন্দরী দাসী। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও একজন অতি-সাধারণ গৃহবধূ হয়ে রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মজীবনীর দ্বারা পাঠক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, নারী সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সর্বোপরি উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে আত্মজীবনী লেখার ঐতিহাসিক অবদানের বিপরীতে ভারতের সমাজ ইতিহাস চর্চার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের উপাদানকে তিনি সাহিত্যিক স্তরে মেলের উন্নীত করেছিলেন, সত্যিই এ এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ।

লেখক পরিচিতি বা ব্যক্তিগত জীবন – ১৮০৯ সালে পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা পদ্মলোচন রায়। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। রাসসুন্দরী দেবীর জীবনে তাঁর মায়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ছেলেবেলায় আদরে এবং [illegible] তিনি পরিবারের হাতেও পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং প্রভূত মানসিক শক্তির জোরে রাসসুন্দরীকে বিয়ে করে বহু বাধা দূর করে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

গ্রন্থের মূল বিষয় — বাল্যকাল দিয়ে 'আমার জীবন' গ্রন্থের সূচনা হয়েছে। বাল্যকালের নানান স্মৃতি, নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বিদ্যালাভ ও বিবাহের ঘটনা, জীবনে ঈশ্বরের অসীম উপস্থিতি, মনের অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর স্বপ্ন, একজন গৃহবন্দী নারীর অক্লান্ত চেষ্টার কাহিনি হয়ে ধরা দিল 'আমার জীবন'-এ। ধৈর্য, অধ্যবসায় আর আত্মবিশ্বাস দ্বারা যে কোন বাধাকে অতিক্রম করে তাঁর এগিয়ে যাওয়ার সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

মূল বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য —

এই গ্রন্থে যাবতীয় ~~যাবতীয়~~ ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন (বিস্তারিত) লেখিকা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, ছেলেবেলা, বিয়ে, নারীশিক্ষার স্বরূপ ও প্রসার, সংসারের কথা, বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে
(2) এমনকি সন্তানদের কথা, শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ, সংসারের দায়িত্ব, সন্তান প্রতিপালন, স্বামীবিয়োগ, নিজের কথাও সন্তানদের [illegible] কথা এবং ঈশ্বর চেতনা।

রচনাশৈলী

আত্মজীবনী বলতে বোঝায় লেখক যখন নিজেই নিজের কথা বলেন। বাংলা সাহিত্যে জীবনীগ্রন্থ লেখার সূত্রপাত মধ্যযুগ থেকেই চলে এসেছে। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এই গ্রন্থগুলিতে লেখকের নিজের জীবনকথা নয়, চৈতন্যের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই অর্থে এগুলি জীবনী সাহিত্য। এর দুটি ভাগ। সাধারণ মানুষের জীবনকথা বোঝাতে হয় Biography. আর মহাপুরুষের জীবনকথা নিয়ে লেখা হয় — Hagiography. সেই দিক থেকে আধুনিক বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখার গৌরব অর্জন করেছে রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' গ্রন্থটি। গ্রন্থটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগ —

আছে সেকালেই রচনা – এখানে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকথা। আর দ্বিতীয়ভাগে আছে পরবর্তী রচনা – এখানে রয়েছে তাঁর ঈশ্বরচেতনা, পারিবারিক কথা, প্রতিটি রচনার সূচনাতেই আছে উপদেশাত্মক কবিতা, সর্বোপরি প্রেক্ষিতে তাঁর কন্যা, কৈশোর, যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থার সময়ে বিভিন্ন সময়ের আত্মানুভূতিকথা পাঠকের মনের কাছে দাগ ~~কেটে~~ কেটেছে। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনছবি লেখক তুলে ধরেছেন তাতে 'আমার জীবন' গ্রন্থটি সার্থক আত্মজীবনী হয়ে উঠেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

<u>ভাষাশৈলী</u>

③ রাসসুন্দরী দেবীর ~~তাঁর~~ সহজসরল জীবনের সহজসরল কথা লেখনীর ধারেও আটপৌরে ভাষায় প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। ~~আত্মের~~ সহজ ভাষায় অথচ সাবলীলভাবে ~~সেকালের~~ জীবনের কথাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে তাঁর জীবন দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে স্বরচিত কবিতার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় অংশের আত্মবিস্মৃত ভাবনার পরিচয় — কবিতার প্রতিটি প্রাসঙ্গিকতার থেকে বেশি। সেখানে তিনি বলেছেন—

"দেখিতে এলে ঘরে খেলা দেখি সব মেলা খেলা
আনন্দময়ী খেলা খেলা
সব নিল চাঁদি খেলা পরে হরি হলে হেলা
ভাবিলাম এমন মহামায়ী খেলা।"

শুধু কথকের প্রকাশই নয়, অসাধারণ জীবনদর্শনকে কত সহজ করে তুলে ধরেছেন — যখন চারদিকের কচকচে আবেগ চোখ থেকে লোপ পায়, ইন্দ্রিয়ের মোহিতে চোখ আটকে যায় তখন প্রকৃত সত্যের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, বিষয় আশয়ের বাঁধন দড়ে ধরে মরতে হয়। সহজ ভাবের নিটোল বুনুনি প্রকৃতির অন্যতম মূল্য সম্পদ।

প্রশ্নের শিক্ষা দিক – প্রশ্নের প্রসঙ্গতেও প্রয়োজন রবীন্দ্র 'মৃত্যুশোক' অংশে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর চেতনাচিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁদের সময়ে পরিবারের মৃত্যু~~শোক~~ তিনি ~~কষ্ট~~ পেলেও ভেঙেছেন কিন্তু, অবিচল। এই অংশে তিনি বলেছেন – 'এই পৃথিবীতে যত লোককে দেখেছি এবং অধিকাংশ লোকেরই মৃত্যুর নাম শুনিয়াছি এই দেখে গেছে, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলাম তাহার কিছুই নাই।' তাঁর জীবন সম্পূর্ণভাবেই ছিল এক ভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্বে গড়া। তিনি ছিলেন অনুভবী।

(৪)

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও রক্ষণশীল সমাজের একাংশই নারীসমাজকে অবহেলিত। সামাজিক পারিবারিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে তাদের কুসংস্কারমুক্ত হতে হবে, সচেতন হতে হবে। আর সেদিক থেকে আমাদের চলার পথের দিশা হিসাবে ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' শুধু তাঁর নয়, ঐতিহাসিক নয়, আবহমান সমগ্র' ~~[illegible]~~ নারীর, ইতিহাসের অনুপ্রেরণা॥